দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 7 JUN 2010
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এমপিওভুক্তির চূড়ান্ত তালিকায় স্থান পাচ্ছে আরও কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

স্টাফ রিপোর্টার

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি প্রথম তালিকা থেকে বাদপড়া বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠান চূড়ান্ত তালিকায় স্থান পাচ্ছে। চূড়ান্ত এই তালিকায় নতুন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ডিও লেটার নেয়া হবে না। চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশে এমপিওভুক্তি নীতিমালার আলোকে অনুসরণ করা হবে বলে জানা গেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গতকাল জাতীয় সংসদ ভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদকে ডেকে প্রথম তালিকা থেকে বাদপড়া প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিবেচনায় এনে এবং দ্বিতীয় তালিকা পর্যালোচনা করে নতুন তালিকা প্রকাশ করার নির্দেশ দেন। সূত্র জানায়, এমপিওভুক্তি প্রথম তালিকা থেকে বাদপড়া প্রতিষ্ঠানের আবেদনকারী মন্ত্রী-এমপিদের মধ্যে অনেক ক্ষোভ দেখা দেয়। তারা প্রধানমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ করেন এবং প্রথম তালিকায় বাদপড়া এমপিওভুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোকে আবারো অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আবেদন করেন। মন্ত্রী-এমপিদের অভিযোগের ভিত্তিতেই গতকাল প্রধানমন্ত্রী এ নির্দেশ দেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদকে। গত ৭ মে প্রকাশিত হয় নতুন এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রথম তালিকা। ঐ তালিকায় রাজনৈতিক বিবেচনায় এমপিওভুক্তির অভিযোগ ওঠে। পরে গত ১০ মে মন্ত্রিসভার বৈঠকেও ঐ তালিকা নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সমালোচনা করা হয়। ওই বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বিষয়টি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং এমপিও তালিকা ফের যাচাই-বাছাই করার জন্য প্রধানমন্ত্রী তার শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা প্রফেসর ড. আলাউদ্দিন আহমেদ ও শিক্ষামন্ত্রীকে দায়িত্ব দেন।

> **চূড়ান্ত এই তালিকায় নতুন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ডিও লেটার নেয়া হবে না**

গত ৩১ মে শিক্ষা উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দিন আহমেদ নিজে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের কক্ষে গিয়ে তার তৈরি তালিকা শিক্ষামন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করেন। ওই দিনেই রাত সাড়ে ১০টায় নতুন তালিকা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। দ্বিতীয় তালিকা প্রকাশ করার পরও সংসদের মন্ত্রী-এমপিদের মধ্যে আবারো অসন্তোষ দেখা দেয়। প্রথম তালিকা থেকে বাদপড়া এমপিওভুক্তি প্রতিষ্ঠান ও দ্বিতীয় তালিকায় নতুন যেসব প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত হয়নি সেসব সকল প্রতিষ্ঠানের আবেদনকারী মন্ত্রী-এমপিরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ করেন। এতে করে সমস্যা সৃষ্টি হয়। প্রধানমন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রীকে এমপিওভুক্তি নীতিমালা

পৃঃ ১২ কঃ ১

এমপিওভুক্তির চূড়ান্ত তালিকায়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আলোকে প্রথম তালিকায় বাদপড়া প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিবেচনায় এনে নতুন তালিকা তৈরি করে যত দ্রুত সম্ভব প্রকাশ [illegible]

প্রথমে প্রকাশিত এমপিওভুক্তি তালিকায় এক হাজার ২২টি প্রতিষ্ঠান স্থান পেয়েছিল। শিক্ষা উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দিন আহমেদের পর্যালোচনা তালিকায় আরো ৪৬১টি প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পর্যালোচনা তালিকার এক হাজার ৪৮৩টি প্রতিষ্ঠানকে দ্বিতীয় এমপিওভুক্তি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করেন শিক্ষা উপদেষ্টা। প্রথম তালিকা থেকে প্রায় ১৩৯টি প্রতিষ্ঠান বাদ দেয়া হয়।